আজকের কাগজ

তারিখ 30 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

27

চ.বিতে ভিসি নিয়োগে '৭৩-এর অধ্যাদেশ লংঘিত হবার আশংকা

চট্টগ্রাম অফিস : আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি'র মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে এ দিনে বর্তমান বিএনপি সরকার উপনিবেশিক আইন ১৮৯৭ সালের ক্লেজেজ এ্যাক্টের মাধ্যমে আরআই চৌধুরীকে নিয়োগ দেয়, নির্বাচিত ভিসি আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিনকে অপসারণ করে। যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর ১২ (১) ধারার সরাসরি লংঘন। গত ২৬ ডিসেম্বর সিনেট অধিবেশনের মাধ্যমে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের পূর্ব ঘোষিত সময়সূচি থাকলেও আদালতে নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্বাচন হতে পারেনি।

বর্তমান ভিসি'র ৪ বছর সময়কালে ব্যাপক দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিও অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘনপূর্বক নিয়োগপ্রাপ্ত আরআই চৌধুরী জামাতি শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ ফারুক হত্যাকাণ্ডের আসামী শিবির নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে জামাত -শিবিরকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তার আমলেই প্রশ্নপত্র ফাঁস, সার্টিফিকেট কেলংকারিসহ ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। দিনে জাতীয়তাবাদী রাতে জামাত এ ভিসি আরআই চৌধুরী চ্যান্সেলরকে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে পুনঃ নিয়োগ পেতে যাচ্ছে। গতকাল ভিসি পক্ষের শিক্ষকরা আগাম ঘোষণা দিয়েছে এ ব্যাপারে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। চ.বিতে বর্তমান ভিসিকে আবারো নিয়োগ দিলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় অচলবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্য ও অফিসারগণ নিয়মনীতি উপেক্ষা করে রাজাকার আর আই চৌধুরী, পুনঃ নিয়োগ দিলে তা প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছে।